(প্রথম পাতার পর)

কর্মস্থানে যৌন উৎপীড়ন বা হয়রানি কি মানবাধিকার লংঘন?

নয়। উদাহরণ স্বরূপ ভারতীয় দন্ড সংহিতা ১৮৬০তে (Indian Penal Code 1860) যেসব নিয়মাবলী সংবিধান ব্যতীত, মহিলাদের বিশেষভাবে রক্ষার জন্য সন্নিবেশিত রয়েছে সেই সকল ধারার উল্লেখ করা হলো যেমন, ৩০২খ, ৩৫৪এ, ৩৭৫ ও ৫০৯। প্রথমটি যৌতুকী মৃত্যু সম্পর্কিত, দ্বিতীয়টি নারীর উপর তাঁহার শ্লীলতাহানি করার অভিপ্রায়ে অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ সম্পর্কিত, তৃতীয়টি ধর্ষন সম্পর্কিত ও চতুর্থটি নারীর শ্লীলতা ক্ষুন্ন করিতে অভিপ্রেত শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা কার্য সম্পর্কিত।

এই আপরাধিক অপরাধে যাহারা লিপ্ত তাহাদের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য সাধারণ আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে হইবে। এই অপরাধসমূহ মানবাধিকার লংঘনের পর্যায়ভুক্ত না হওয়ার দরুন মানবাধিকার কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। অর্থাৎ কোন মহিলা উপরোক্ত যে কোন একটি অপরাধের শিকার হয়ে পড়লে— ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশনে কোন অভিযোগ করা যাবে না।

সম্প্রতি একটি ক্ষেত্রে কর্মস্থানে অপরাধের সংখ্যা এমন এক পর্য্যায়ে পৌঁছে গেছে যে মহিলাদের পক্ষে কোন কর্মক্ষেত্রে সম্মান বা মর্য্যাদার সহিত কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই সমস্যা বিচার ব্যবস্থার দ্বারা সমাধানের জন্য বিশাখা নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একটি জনস্বার্থ মামলা সর্বোচ্চ আদালতে দায়ের করে। ১৯৯৭ সালে বিশাখা ও অন্যান্য বনাম রাজস্থান এই মামলায় ঐ বিশেষ সমস্যাটি বিচারের জন্য সর্বোচ্চ আদালত গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে আদালত মনে করেন যে কর্মস্থানে যৌন উৎপীড়ন বা হয়রানি সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে 'জীবন ও স্বাধীনতা' সম্পর্কে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সেই অধিকার ভঙ্গের অধিকারের পরিপন্থী। স্পষ্ট ভাষায় সর্বোচ্চ আদালত এই রায় দিয়েছেন যে যদি কর্মস্থানে কোন মহিলা যৌন উৎপীড়ন বা হয়রানির শিকার হন তাহা হইলে তাঁহার মানবাধিকার লংঘন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই মামলায় কোন্ বিষয়কে যৌন উৎপীড়ন/ হয়রানি বলিয়া অভিহিত করা হবে সে বিষয়ে একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। উহা নিম্নরূপঃ

(১) শারীরিক স্পর্শ ও উহার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া ;

(২) যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য যাচ্না বা অনুরোধ করা ;

(৩) যৌন ইঙ্গিতবহ মন্তব্য করা ;

(৪) অশ্লীল রচনা বা চিত্র প্রদর্শন করা ;

(৫) অন্য কোন, মৌখিক বা মৌখিক নয়, এরূপ অনভিপ্রেত শারীরিক আচরণ যাহা যৌন প্রকৃতির অন্তর্ভুত।

সংজ্ঞাটির ব্যপকতা সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি কোন ব্যক্তি (পুরুষ) ঐ প্রতিষ্ঠানে কর্মরতা কোন মহিলার প্রতি উপরিউল্লিখিত কোন অনভিপ্রেত আচরণ করেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কর্মরতা মহিলার মানবাধিকার লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত হইবেন।

কর্মস্থানে মহিলাদের, সম্মান ও মর্য্যাদা সহকারে, কাজের সুষ্ঠ পরিবেশ যাতে কলুষিত না হয়, সেইজন্য উচ্চতম আদালতের এই মহান প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে। তবে এই কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আইনকে বাস্তবায়িত করার অগ্রনী ভূমিকা প্রাথমিকভাবে যেসব মহিলা যৌন উৎপীড়নের শিকার হবেন তাঁদেরকেই নিতে হবে। উৎপীড়নকারীর বিরুদ্ধে উৎপীড়িতকে নির্ভয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে যিনি যৌন উৎপীড়নের শিকার হলেন তিনি কিভাবে এর প্রতিকারের দাবী করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি ঘটনা সংঘঠিত হওয়ার সাথে সাথে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের জন্য তাঁর অভিযোগপত্রটি পেশ করতে পারেন। যদি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহা হইলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়াটাই উচিত হবে। এটা মনে রাখা দরকার যে আইনের রূপায়ন তখনই হবে যখন যিনি উৎপীড়িত তিনি উৎপীড়নকারীর শাস্তির প্রার্থনা করেযথাযোগ্য স্থানে অভিযোগ দায়ের করেন। উৎপীড়নকারী শুধু একজন উৎপীড়নকারী এটাই তাঁর পরিচয় হোক্। তার অন্য কোন অবস্থানকে যথা ক্ষমতাশালী, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, উচ্চপদে আসীন ব্যক্তি ইত্যাদি উপেক্ষা করে তাঁর বিরুদ্ধে দৃঢ়মনবল লইয়া নির্ভয়ে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। উৎপীড়িতের এটা সামাজিক কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা। কর্মস্থানে সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে হবে। প্রয়োজনে বিচারব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে দোষীকে শাস্তি দিতে হবে।

এটা আমাদের একান্ত প্রত্যাশা যে বিচারপতিগন যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ তাঁরা সেই অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন। তাঁরা শপথ নিয়ে বলেছেন যে "ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া যথাযথভাবে ও নিষ্ঠাপূর্বক এবং পূর্ণ সামর্থ, জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে তাঁদের পদের কর্তব্য সমূহ সম্পাদন করিবেন এবং সংবিধান ও বিধিসমূহ রক্ষা করিবেন"।

অবশ্যই আমরা, আপনারা ও আমরা সকলে বর্তমান বিচার ব্যবস্থা হতে ন্যায় বিচার আশা করতে পারি। যদি উৎপীড়নকারীর ক্ষমতা বা পদমর্যাদা বা অন্য কোন কারণে কেহ সুবিচার হইতে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮ সনে যে কথা লিখেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করতে হবে—তিনি বলেছিলেন

"আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন,শক্তের অপরাধ,
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"।

আদালতই শেষ ভরসা নয়— মানবাধিকার কমিশন কিছুটা আলো দেখাতে সক্ষম। যেহেতু কর্মস্থানে যৌন উৎপীড়ন বা হয়রানিকে মানবাধিকার লংঘনের আওতায় আনা হয়েছে সেহেতু উৎপীড়িত মহিলার জন্য মানবাধিকার কমিশনের দরজা খোলা। তিনি তাঁর অভিযোগ কমিশনকেও জানাতে পারেন। অভিযোগ সত্য প্রমানিত হলে- কমিশন যথোপযুক্ত শাস্তির সুপারিশ করতে পারবে। তবে এই ক্ষেত্রে উৎপীড়নকারীকে অবশ্যই ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডসংহিতার ২১ধারা অনুযায়ী লোক কৃত্যকারী (পঃ বঃ) হতে হইবে।

অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি

ভুক্তভোগী বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে লিখিত দরখাস্ত কমিশনে দাখিল করতে পারে।

কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী দপ্তর, আধিকারিক বা কর্মচারী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ কমিশনে গ্রহণ করা হয়।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তারিখ থেকে এক বৎসরের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে হবে। অভিযোগ দাখিল করতে ষ্ট্যাম্প, কোর্ট ফী বা খরচ লাগে না।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের কার্য্যালয়
ভবানী ভবন (তৃতীয় তল)
৩১নং বেলভেডিয়ার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭
টেলিফোন নংঃ ৪৭৯-৭৭২৭, ৪৭৯-১৬২৯, ৪৭৯-১৬৪৭
ফ্যাক্স নংঃ ০৩৩-৪৭৯-৯৬৩৩
ই-মেইল ঃ wbhrc@cal3.vsnl.net.in

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিচারপতি শ্রী মুকুল গোপাল মুখার্জী, সভাপতি, অধ্যাপক (ডঃ) অমিত সেন, সদস্য, শ্রী শঙ্কর কোয়ারী, রেজিষ্টার,
পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের শ্রী রূপায়ন দে, জনসংযোগ আধিকারিক কর্তৃক ভবানী ভবন থেকে প্রকাশিত এবং সুসমো এন্টারপ্রাইজ, হাওড়া-২ দ্বারা মুদ্রিত।